কৃষি তথ্য সার্ভিস

www.ais.gov.bd

কৃষি তথ্য সার্ভিস গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের কৃষি মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন একটি স্বতন্ত্র সংস্থা। কৃষি তথ্য সার্ভিস বা এআইএস কৃষি উন্নয়নে কৃষি তথ্য ও প্রযুক্তি বিভিন্ন গণমাধ্যমে প্রচার করে থাকে। সংস্থাটি জন্মলগ্ন থেকে নিবিড়ভাবে গণমাধ্যমের সাহায্যে কৃষি গবেষণালব্ধ আধুনিক তথ্য ও প্রযুক্তি সহজ সাবলীলভাবে গ্রামীণ তৃণমূল পর্যায়ে দ্রুত পৌঁছিয়ে দেয়ার কার্যক্রম বাস্তবায়ন করে আসছে। বর্তমানে কৃষি তথ্য সার্ভিস গণমাধ্যমে কৃষি বিষয়ক প্রচার প্রচারণার ক্ষেত্রে কৃষি মন্ত্রণালয়ের ফোকাল পয়েন্ট হিসেবে কৃষি তথ্য প্রচারভিত্তিক রাষ্ট্রীয় সকল দায়িত্ব পালন করে যাচ্ছে। সংস্থাটি ১৯৬১ সালে কৃষি তথ্য সংস্থা হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। পরবর্তীতে সময়ের প্রয়োজনে ১৯৮৫ সনে কৃষি তথ্য সার্ভিসে পরিণত হয়। কৃষি তথ্য সার্ভিস সৃষ্টির পর থেকে ২৪৫ জন জনশক্তি নিয়ে কাজ শুরু করেছিল। কিন্তু মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের সিদ্ধান্ত মোতাবেক ১৯৮৬ সালে কৃষি তথ্য সার্ভিস দ্বিধাবিভক্ত হয়ে এক-তৃতীয়াংশ জনবল তদানীন্তন মৎস্য ও পশুসম্পদ মন্ত্রণালয়ে হস্তান্তরিত হয়। বর্তমানে সদর দপ্তর ও আঞ্চলিক কার্যালয় সমন্বয়ে এ দপ্তরের মোট পদসংখ্যা ২৪৩টি।

রূপকল্প (Vision) ঃ

আধুনিক কৃষি তথ্য সেবা সহজলভ্যকরণ।

অভিলক্ষ্য (Mission) ঃ

প্রিন্ট, ইলেকট্রনিক ও গণমাধ্যমের সহায়তায় কৃষি বিষয়ক তথ্য ও প্রযুক্তি সংশ্লিষ্ট উপকারভোগীদের কাছে সহজলভ্য করে জনসচেনতা সৃষ্টি।

উদ্দেশ্যসমূহ

- আধুনিক গণমাধ্যমের (প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক) সহায়তায় কৃষি বিষয়ক তথ্য ও প্রযুক্তি তৃণমূল পর্যায়ের কৃষক, সম্প্রসারণকর্মীসহ সংশ্লিষ্টদের কাছে সহজলভ্য করা;
- আইসিটি প্রযুক্তি ব্যবহার করে দ্রুত ও সহজে উপকারভোগীর কাছে তথ্য পৌঁছে দেয়া;
- জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে কৃষি বিষয়ক উন্নয়নমূলক/উদ্বুদ্ধকরণমূলক প্রচার-প্রচারণা করা; ও
- কৃষক, সম্প্রসারণকর্মী, কৃষি মিডিয়াকর্মীসহ সংশ্লিষ্টদের দক্ষতা বৃদ্ধি করা।

কার্যাবলি

- কৃষি বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে কৃষি বিষয়ক আধুনিক তথ্য ও প্রযুক্তিভিত্তিক লেখা সংগ্রহ করে মাসিক ম্যাগাজিন কৃষিকথায় প্রকাশ ও বিতরণ;
- মাঠ পর্যায় থেকে সংগৃহীত কৃষি বিষয়ক সংবাদ সংগ্রহ করে মাসিক বুলেটিন সম্প্রসারণ বার্তায় প্রকাশ ও বিতরণ;
- আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি নির্ভর বিভিন্ন লিফলেট, ফোল্ডার, বুকলেট ইত্যাদি প্রকাশ ও বিতরণ;
- কৃষি বিষয়ক ভিডিও, ফিল্ম-ফিলার, টকশো, ডকুমেন্টারি তৈরি ও সম্প্রচার;
- প্রত্যন্ত অঞ্চলে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর মধ্যে সিনেমা শো আয়োজনের মাধ্যমে কৃষি বিষয়ক ভিডিও চলচ্চিত্র প্রদর্শন;
- ওয়েবসাইটের মাধ্যমে কৃষি তথ্য সেবা বিতরণ ও ই-সেবা প্রদান;
- কলসেন্টারের মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে কৃষকদের কৃষি বিষয়ক বিভিন্ন সমস্যার সমাধান
- কৃষি বিষয়ক নতুন নতুন তথ্য ও প্রযুক্তির ওপর মাল্টিমিডিয়া ই-বুক নির্মাণ ও বিতরণ;
- কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্র (এআইসিসি) এর মাধ্যমে গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর কাছে ই-তথ্য সেবা পৌঁছে দেয়া;
- প্রশিক্ষণ, সভা, সেমিনার, মেলা ইত্যাদি আয়োজনের মাধ্যমে দক্ষ জনবল সৃষ্টি ও সচেতনতা বৃদ্ধি;
- বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বাংলাদেশ বেতারে কৃষি বিষয়ক অনুষ্ঠান নির্মাণে সার্বিক সহযোগিতা প্রদানসহ সরকার কর্তৃক গৃহীত কৃষিভিত্তিক উন্নয়নমূলক কার্যক্রম সম্পর্কে জনসাধারণকে গণমাধ্যমের সহায়তায় অবহিতকরণ।

জনবল কাঠামো

কৃষি তথ্য সার্ভিসের অনুমোদিত পদ ২৪৩টি, তন্মধ্যে পূরণকৃত পদ ২০০টি। বছর ভিত্তিক সংরক্ষিত অস্থায়ীপদ ৩৯টি । এ বছর ৪ জন কর্মচারী পদোন্নতি পেয়েছেন।

মানব সম্পদ উন্নয়ন

- দেশের অভ্যন্তরে ৫৫টি ইভেন্টে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে তাতে মন্ত্রণালয় এবং আওতাধীন সংস্থাসমূহ থেকে ৫০ জন উপস্থিত ছিলেন এবং প্রশিক্ষণার্থী ছিলেন ১৬৫০ জন।
- মোট ৪টি ইন-হাউস প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে।
- প্রতিবেদনাধীন অর্থবছরে প্রশিক্ষণের জন্য ১ জন কর্মকর্তাকে বিদেশে প্রেরণ করা হয়েছে।

সেমিনার/ওয়ার্কশপ সংক্রান্ত তথ্য : দেশের অভ্যন্তরে ১৫টি সেমিনার আয়োজন করা হয়েছে যাতে প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ছিল ৭৫০ জন।

সাম্প্রতিক অর্জনসমূহ

কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্র (এআইসিসি) স্থাপন

ইতোমধ্যে দেশব্যাপী ৪৯৯টি কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে এর মধ্যে ইনফো-সরকার প্রকল্পের সহায়তায় ২০১৫-১৬ অর্থবছরে দেশের ২৫৪টি উপজেলায় ২৫৪টি কৃষি তথ্য ও যোগাযোগ কেন্দ্র স্থাপিত হয়েছে। গ্রাম পর্যায়ে স্থাপিত এসব এআইসিসি এর মাধ্যমে আইসিটি উপকরণ ব্যবহার করে কৃষকদের মাঝে তথ্য সেবা প্রদান করা হচ্ছে। প্রতিদিন গড়ে ২২-২৫ জন মানুষ প্রতিটি কেন্দ্র থেকে তথ্য সেবা গ্রহণ করছেন। এর ফলে প্রান্তিক জনগণের মাঝে তথ্য প্রাপ্তির সুযোগ বেড়েছে। ভবিষ্যতে আরও এআইসিসি স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হচ্ছে।

কমিউনিটি রুরাল রেডিও স্থাপন

বরগুনা জেলার আমতলীতে অবস্থিত কমিউনিটি রেডিওর মাধ্যমে বরগুনা ও পটুয়াখালীর ১২টি উপজেলায় গ্রামীণ কল্যাণ ও চাহিদাভিত্তিক কৃষিসহ অন্যান্য অনুষ্ঠান সম্প্রচার করা হয়ে থাকে।

১। বর্তমান শ্রোতা সংখ্যা ১,০০,০০০ জন;
২। শ্রোতাক্লাবের সংখ্যা ৫০ টি;
৩। স্বেচ্ছাশ্রম স্বেচ্ছাসেবীদের দ্বারা পরিচালিত (স্বেচ্ছাসেবকদের সংখ্যা শতাধিক);
৪। প্রতিদিন ৮ ঘন্টা করে সম্প্রচার (সকাল ৯টা থেকে ১১টা এবং বিকাল ৩টা থেকে রাত ৯টা পর্যন্ত)
৫। মোট অনুষ্ঠান সম্প্রচার ২৫টি (দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিকভিত্তিতে)
৬। কৃষি রেডিও সংবাদ ৩ বার (বিকাল ৪টা, সন্ধ্যে ৬টা, রাত ৮টা)
৭। বর্তমান কভারেজ দুটি জেলার (বরগুনা ও পটুয়াখালী) ১২টি উপজেলা বরগুনার (০১. আমতলী,০২. তালতলী, ০৩. বরগুনা সদর, ০৪. বেতাগী, ০৫. পাথরঘাটা, ০৬. বামনা), পটুয়াখালী (০১. সদর, ০২. মির্জাগঞ্জ, ০৩. গলাচিপা, ০৪. কলাপাড়া, ০৫.দশমিনা, ০৬. রাঙাবালী)। সম্প্রচার এলাকা আরও বাড়ছে।

কৃষি কল সেন্টার স্থাপন

কৃষি তথ্য সার্ভিস এর প্রধান কার্যালয়ে কৃষি কল সেন্টার স্থাপিত হয়েছে। শুক্রবার ও সরকারি ছুটির দিন ছাড়া প্রতিদিন সকাল ৯.০০টা থেকে বিকাল ৫.০০টা পর্যন্ত কৃষক প্রতি মিনিটে ০.২৫ টাকা হারে (ভ্যাট ও সম্পূরক শুল্ক ব্যতীত) ১৬১২৩ নম্বরে যে কোন অপারেটর থেকে ফোন করে কৃষি, মৎস্য ও প্রাণিসম্পদ বিষয়ক যে কোন প্রশ্নের তাৎক্ষনিক সমাধান বিশেষজ্ঞদের কাছ থেকে গ্রহণ করছেন। ভবিষ্যতে এ সংখ্যা আরও বাড়ানো হবে।

কৃষি বিষয়ক বাংলা ওয়েবসাইট (www.ais.gov.bd) এর মাধ্যমে তথ্য সেবা প্রদান

অত্র সংস্থার কৃষি বিষয়ক বাংলাদেশের অন্যতম একটি ওয়েবসাইট রয়েছে। এ ওয়েবসাইটে কৃষি তথ্য, আবহাওয়া, এ সময়ের করণীয় ইত্যাদি বিষয়ে হালনাগাদ তথ্য ও সেবা প্রদান অব্যাহত রয়েছে।

ই-বুক

মাল্টিমিডিয়া ই-বুক হলো কোনো বিষয়ে টেক্সট কনটেন্টের সাথে অডিও, ভিডিও, অ্যানিমেশন ইত্যাদির সমন্বয়ে প্রণীত ইন্টারেক্টিভ ডিজিটাল বই। এগুলো সিডি আকারে এআইসিসিতে বিতরণ করা হয়েছে। পাশাপাশি কৃষি তথ্য সার্ভিসের ওয়েবসাইটে ও দেয়া হয়েছে। ২০১৫-১৬ অর্থবছরে ১২টি নতুন ই-বুকসহ অদ্যাবধি বিভিন্ন ফসল ও প্রযুক্তি নির্ভর ৩৭টি মাল্টিমিডিয়া ই-বুক তৈরি করা হয়েছে।

আইসিটি ল্যাব

ঢাকা, রাজশাহী, রংপুর, সিলেট, চট্টগ্রাম, রাঙামাটি, যশোর, বরিশাল, কুমিল্লা ও ময়মনসিংহ জেলায় একটি করে মোট দশটি আইসিটি ল্যাব রয়েছে। এসব আইসিটি ল্যাবের মাধ্যমে বছরব্যাপী কৃষক, সম্প্রসারণকর্মীসহ সংশ্লিষ্টদের ই-কৃষি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হচ্ছে।

কৃষি ইনফরমেশন বুথ (কিয়স্ক)

টাচ স্ক্রিনের মাধ্যমে সহজেই এই বুথ (কিয়স্ক) থেকে কৃষি বিষয়ক অনলাইন/অফলাইন কৃষি তথ্য পাচ্ছেন। প্রয়োজন হলে প্রিন্ট করে নেয়ার সুযোগ রয়েছে। বর্তমানে ১১টি কিয়স্ক তৈরি হয়েছে।

বেতার ও টেলিভিশনে কৃষি বিষয়ক অনুষ্ঠান সম্প্রচার

আধুনিক কৃষি প্রযুক্তি ব্যবহারে উদ্বুদ্ধকরণের জন্য কৃষি প্রযুক্তিভিত্তিক বিভিন্ন ভিডিও, ডকুমেন্টারি, ফিল্ম, ফিলার, নাটক ইত্যাদি নির্মাণ এবং গণমাধ্যমে সম্প্রচার করা হয়ে থাকে। এ ভিডিওগুলো গ্রামীণ পর্যায়ে মোবাইল সিনেমা ভ্যানের মাধ্যমে (৮৭০টি সিনেমাশো) প্রর্দশন করা হয়ে থাকে। পাশাপাশি বাংলাদেশ টেলিভিশনে মাটি ও মানুষ (৩২০ পর্ব), বাংলার কৃষি অনুষ্ঠান (৩৬৬ পর্ব) নির্মাণে কৃষি তথ্য সার্ভিস কারিগরি সহায়তা প্রদান করে। বাংলাদেশ বেতারে ও আঞ্চলিক অফিসসমূহে কৃষি বিষয়ক অনুষ্ঠান সম্প্রচারে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা কৃষি তথ্য সার্ভিস থেকে করা হয়ে থাকে।

প্রিন্ট সামগ্রী প্রকাশ বিতরণ

কৃষি গবেষণালব্ধ আধুনিক তথ্যাদি সহজবোধ্য ও প্রয়োগযোগ্যভাবে কৃষক ও কৃষিজীবীদের দোড়গোড়ায় পৌঁছে দেয়ার জন্য কৃষি তথ্য সার্ভিস থেকে বিভিন্ন মুদ্রণ সামগ্রী প্রকাশ এবং বিনামূল্যে/স্বল্পমুল্যে বিতরণ করা হয়ে থাকে। এসব মুদ্রণ সামগ্রীর মধ্যে রয়েছে মাসিক কৃষি বিষয়ক ম্যাগাজিন কৃষিকথা (৭.৮১ লক্ষ কপি), সম্প্রসারণ বার্তা (১২ হাজার কপি), ফোল্ডার (১ লক্ষ কপি), লিফলেট (৭৯ হাজার কপি), পোস্টার (১.৯৮ লক্ষ কপি), বুকলেট (৮০ হাজার কপি) ইত্যাদি।

উপসংহার

শোষণ, নিপীড়ণ আর বৈষম্যের বেড়াজাল থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীন, সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটেছিল বঙ্গবন্ধুর সুযোগ্য নেতৃত্বে। জাতির জনকের স্বপ্ন ছিল সোনার বাংলার। সেই স্বপ্নকে বাস্তবে রূপান্তর ঘটাতে তারই সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নেতৃত্ব দিচ্ছেন ডিজিটাল বাংলাদেশ হিসেবে গড়ে তুলতে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সদয় নির্দেশনা ও মাননীয় কৃষিমন্ত্রীর সুযোগ্য নেতৃত্বে বাংলার কৃষি প্রতিনিয়ত সমৃদ্ধ থেকে সমৃদ্ধতর হচ্ছে। কৃষি তথ্য সার্ভিস এই অগ্রযাত্রার গৌরবোজ্জ্বল অংশীদার। সাফল্যের স্বীকৃতি হিসেবে কৃষি তথ্য সার্ভিস ইতোমধ্যে অর্জন করেছে বঙ্গবন্ধু কৃষি পুরস্কার, জাতীয় ডিজিটাল উদ্ভাবনী পদক প্রভৃতি। কৃষির জয়যাত্রা অব্যাহত থাকুক, কৃষিতে সাফল্যের মাধ্যমেই বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠিত হোক-এই প্রত্যাশাই সবার।

ছবিতে কৃষি তথ্য সার্ভিসের কার্যক্রম

চিত্র: ফলদ বৃক্ষরোপণ পক্ষ ও জাতীয় ফল প্রদর্শনী ২০১৬ উদ্বোধন করছেন মাননীয় বাণিজ্যমন্ত্রী জনাব তোফায়েল আহমেদ, এমপি ও মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী, এমপি

চিত্র: মাননীয় কৃষিমন্ত্রী মতিয়া চৌধুরী, এমপি প্রধান অতিথি হিসেবে খাদ্য মেলা ২০১৫ এর উদ্বোধন করেন। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মাননীয় পরিকল্পনা মন্ত্রী আ হ ম মুস্তফা কামাল, এমপি।

চিত্র: কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে মঞ্চে উপবিষ্ট প্রধান অতিথি মাননীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জনাব জুনাইদ আহমেদ পলক। শুভেচ্ছা বক্তব্য প্রদান করছেন পরিচালক, কৃষি তথ্য সার্ভিস।

চিত্র: বিশ্ব খাদ্য দিবস ২০১৫ উপলক্ষে আয়োজিত র‍্যালি